খাদানের লভ্যাংশ না পাওয়ায় থানা ঘেরাও গ্রামবাসীদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, লালগড় ঃ বালি খাদানের লভ্যাংশ না মেলায় অবশেষে লালগড় থানা ঘেরাও করলেন গ্রামবাসীরা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, গত বছর ডিসেম্বর মাসে লালগড় থানার ডাইনমারি মৌজার কানাইপাল গ্রামে একটি বালিখাদানের লিজ নিয়েছিলেন কিষান সিং নামে এক ব্যবসায়ী। কিছু টাকার বিনিময়ে অংশীদার করা হয় গ্রামবাসীদের। স্থানীয় মানুষজনদের অভিযোগ, খাদান চালু হওয়ার প্রায় আট মাস কেটে গেলেও লভ্যাংশ পাননি স্থানীয় গ্রামবাসীরা। খাদান করার সময় খাদান মালিক, কানাইপাল, গোয়াখাগান, আমকলা গ্রামের প্রায় বাইশটি পরিবারকে কাছে এককালীন পঞ্চাশ হাজার থেকে এক লক্ষ টাকা পর্যন্ত নেওয়া হয়েছিল। স্থানীয় মানুষজনদের কিষান সিং কথা দিয়েছিলেন, খাদানের লভ্যাংশের ভাগ গ্রামবাসীদের দেওয়া হবে। কিন্তু আমিনাস কেটে গেলেও কোনও টাকা পাননি গ্রামবাসীরা। এরই প্রতিবাদে গত দু-সপ্তাহ আগে ওই বালি খাদানের রাস্তা কেটে খাদানটি বন্ধ করে দেন গ্রামবাসীরা। অবশেষে কোনও সুরাহা না হওয়ায় লালগড় থানা ঘেরাও করলেন কয়েকশো মহিলা। তাঁদের লভ্যাংশ না দিলে আন্দোলন চালিয়ে যাবেন বলে তাঁরা জানান।

ক্যাবিনেট মন্ত্রী তাঁকে খুনের চক্রান্ত করছেন, বিস্ফোরক মন্তব্য পাঁশকুড়ার চেয়ারম্যানের

নিজস্ব সংবাদদাতা, পাঁশকুড়া ঃ তৃণমূলের একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী তাঁকে খুনের চক্রান্ত করছেন বলে বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত পাঁশকুড়া পৌরসভার নতুন চেয়ারম্যান আনিসুর রহমান। পাশাপাশি তাঁকে দল থেকে সরানোর চক্রান্ত করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন। বুধবার দলের ষষ্টপ অমানা করে বিজেপি-র সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধে ভোটাভুটির মাধ্যমে পাঁশকুড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন আনিসুর রহমান। দলের নির্দেশ অমান্য করায় তাঁকে ৬ বছরের জন্য বহিষ্কারের কথা ঘোষণা করেন তৃণমূলের মহাসচিব পার্থ চট্টোপাধ্যায়। যদিও দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপরে তাঁর বিশ্বাস রয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন। তাঁর কথায়,কেউ যদি আমাকে খুন করে দেয়, তবে দলনেত্রী আমার পরিবারের পাশে দাঁড়াবেন বলে আশা করছি। কিন্তু, এই যুদ্ধে কোনও ভাবেই মাথা নত করব না। জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে আনিসুরের জন্য বরাদ্দ নিরাপত্তা রাতেই তুলে নেওয়া হয়। আরও

দাবি, আনিসুরের সঙ্গে অতিরিক্ত ঘনিষ্ঠতার জন্যই পাঁশকুড়া থানার ওসিকে ক্লোজ করে দেওয়া হয়েছে।

আনিসুর রহমান অভিযোগ করে বলেন, গত মঙ্গলবার রাতে রাজ্যের একজন ক্যাবিনেট মন্ত্রী কোলাঘাটের গেস্ট হাউসে কয়েকজন পুলিশ অফিসারের সঙ্গে বৈঠক করেন। আমাকে খুন করার চক্রান্ত হয়েছে। এই কারণেই আমার নিরাপত্তা তুলে নেওয়া হয়েছে। বাইরে থেকে ক্রিমিন্যাল নিয়ে আসা হয়েছে। এখন আমার যদি মৃত্যু হয় বা আমাকে যদি খুন করে দেওয়া হয়, তবে ওই ক্যাবিনেট মন্ত্রী দায়ি থাকবেন।

তাঁর ওই অভিযোগ, পাঁশকুড়ায় কিছু নেতা নিজেদের রাজ কায়েম করার চেষ্টা করছেন। কেউ কেউ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসনকে খাটো করার চেষ্টা করছেন,তৃণমূলকে খাটো করে দেখবার চেষ্টা করছেন। আমি শুধু প্রতিবাদ করেছি মাত্র, তৃণমূলের স্বার্থে। তার জেরেই আমাকে খুন করার চক্রান্ত হচ্ছে।

ময়নার তিলখোজা বৈকুণ্ঠ বিদ্যায়তনে ইলিশ ভোজ

অসিত বেরা, ময়না

অন্যান্য দিনের মত বৃহস্পতিবারও বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ে আসার আগে স্নানের পর ভাত-তরকারি খেয়ে এসেছিল অনুপম-সংগীতারা। সাথে ছিল টিফিনের সময় খাওয়ার জন্য হাল্কা খাবার। এইদিন দুপুরে পঞ্চম শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ুয়াদের সাথে তারাও মিড ডে মিলের খাবার খেতে ডাক পাবে ভাবেনি। ময়নার তিলখোজা বৈকুণ্ঠ বিদ্যায়তনের নবম ও দশম শ্রেণির এই পড়ুয়ারা আরও অবাক হয়েছিল বিদ্যালয়ের মিড ডে মিলে এদিন অন্যান্য তরকারির সাথে ইলিশ মাছ থাকার খবর জানার পরে। প্রথমে কেউ কেউ মিড ডে মিলের খাবার খেতে দোনামোনা করলেও ইলিশ আছে জানার পরে আর না করেনি। বিদ্যালয়ের সহপাঠী ছোট ভাই-বোনদের সাথে এরাও আনন্দ সহকারে খেয়েছে মিড ডে মিল। ময়নার তিলখোজা বৈকুণ্ঠ বিদ্যায়তনের প্রধানশিক্ষক সুমিত দাস জানিয়েছেন, কেন্দ্র সরকারের মিড ডে মিল প্রকল্প অষ্টম শ্রেণি অবধি। ফলে তাঁদের বিদ্যালয়ের পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়ারা বিদ্যালয়ে দুপুরে মিড ডে মিলের খাবার খেলেও নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীরা খায় না। এদিন সকলের জন্য ব্যবস্থা করায় তাই কয়েকজনের মনে প্রথমে একটু খটকা লাগে। প্রধানশিক্ষক সুমিত দাস আরও জানিয়েছেন, বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের মিড ডে মিলে ইলিশ খাওয়ার কথা অন্যান্য শিক্ষকেরা তাঁকে জানাতে আর না করেননি। নিজেরাই খরচের অর্থ বহন করেছেন। মিড ডে মিলে ইলিশের ব্যবস্থা শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মধ্যে আলোচনার সময় বিদ্যালয়ের নবম ও দশম শ্রেণির পড়ুয়াদেরকেও এদিন মিড ডে মিল খাওয়ানোর সিদ্ধান্ত হয়। জানা গেছে, বিদ্যালয়ের প্রায় ১০০ জন পড়ুয়া এইদিন ইলিশ মাছ সহকারে মিড ডে মিলের খাবার খেয়েছে। পড়ুয়াদের সাথে সাথে অভিভাবকেরাও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন।

কাঁথিতে শিক্ষক দিবসে ব্লু হোয়েল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ পড়ুয়াদের ব্লু হোয়েল-সহ নেটের বিভিন্ন গেম সম্পর্কে সতর্ক করার উপরে জোর দিল কাঁথির ইরাজী মাধ্যমের বিদ্যালয় কন্টাই পাবলিক স্কুল। মঙ্গলবার শিক্ষক দিবসের দিন, এই দিনটিকে উদযাপনের সাথে সাথে পড়ুয়াদের মধ্যে সচেতনতা বাড়িয়ে তোলার প্রচেষ্টা চালায় বিদ্যালয়। কন্টাই পাবলিক স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল সমরেন্দ্রনাথ দাস জানিয়েছেন, শিক্ষক দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরার পাশাপাশি বর্তমান পরিস্থিতিতে ইন্টারনেট-স্মার্ট ফোনের ব্যবহারের কুফল-সুফল তুলে ধরা হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই এসেছে ব্লু হোয়েল। কন্টাই পাবলিক স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল সমরেন্দ্রনাথ দাস জানিয়েছেন, খুব শীঘ্রই ছেলেমেয়েদের মধ্যেও ইন্টারনেটে এই ধরণের মারণ গেম নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে আরও বড় আকারে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

কাঁথিতে দুই মোটরবাইক চোর ধৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ পূর্ব মেদিনীপুর জেলার কাঁথি মহকুমা কোর্ট চত্বর থেকে এক ব্যক্তির মোটরবাইক চুরির ঘটনায় দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করল পুলিশ। চুরি যাওয়া মোটরবাইকটি উদ্ধার করতে এবং এই চক্রের বাকি পান্ডাদের ধরতে ধৃত দুই দুষ্কৃতী নামাডিহা গ্রামের বাসিন্দা রামচন্দ্র বেরা ও চাঁদবেড়িয়া গ্রামের ইন্দ্রজিৎ মন্ডলকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। কাঁথি থানা সূত্রে জানা গেছে, কয়েকদিন আগে কাঁথি কোর্টে একটা মামলার কারণে গিয়েছিলেন কাঁথি শহরের বাসিন্দা সৌম্য ভট্টাচার্য। তিনি তাঁর মোটরবাইক রেখে আইনজীবীদের সাথে কথা বলার পর স্ট্যান্ডের কাছে ফিরে এসে দেখেন মোটরবাইক নেই। কাঁথি থানায় অভিযোগ দায়ের করেন সৌম্যবাবু। তারপরেই তদন্তে নেমে বুধবার রামচন্দ্র বেরা ও ইন্দ্রজিৎ মন্ডলকে গ্রেফতার করে পুলিশ।

প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলাসহ আপৎকালীন পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে কন্যাশ্রীদের কাজে লাগাতে উদ্যোগী হল পূর্ব মেদিনীপুর জেলা প্রশাসন। বৃহস্পতিবার এগারা মহকুমার ভগবানপুর ও পটাশপুর এলাকার কন্যাশ্রীদের নিয়ে বামনবাড় বালিকা বিদ্যালয়ে বিশেষ শিবিরের আয়োজন করা হয়। সেখানে কন্যাশ্রীদের পরিস্থিতি মোকাবিলার প্রশিক্ষণ দেন অমিত প্রামাণিক, সুপ্রিয় দাস ও সুমন মেটা।

নেশাগ্রস্থ হয়ে হেলমেট বিহীন অবস্থায় বাইক চালিয়ে বলি তিন যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, নন্দকুমার ঃ মদ্যপ অবস্থায় জাতীয় সড়কের উপর দিয়ে বাইক রেসিং করতে করতে সৈকত শহর দিঘা যাওয়ার পথে দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মৃত্যু হল দুই কিশোর ও এক যুবকের। আহত আরও তিন জন। এদের চিকিৎসার জন্য তমলুক জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আর এই ঘটনা ফের আরও একবার মনে করিয়ে দিল কয়েক মাস আগে ভোর রাতে মন্দারমণি সীবিচের উপরে গাড়ি রেসিং করতে গিয়ে কয়েকজন পড়ুয়ার মৃত্যুর ঘটনাকে।

বুধবার গভীর রাতে মর্মান্তিক এই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার নন্দকুমার-দিঘা ১১৬বি জাতীয় সড়কের নন্দকুমারের শ্রীধরপুরে। তিন কিশোর সহ হাওড়ার ডোমজুড়ের বাসিন্দা মোট ছয় জন বুধবার গভীর রাতে মোটরবাইকে চড়ে দিঘার উদ্দেশ্যে রওনা দেয়। প্রচন্ড গতিতে নিজেদের মধ্যে রেসিং করতে করতে যাওয়ার সময় নন্দকুমারের শ্রীধরপুরের কাছে একটা মোটরবাইক অপর মোটরবাইকে ধাক্কা মারে। রাস্তার উপরে ছিটকে পড়ে ছয় জন। স্থানীয় অধিবাসীদের সূত্রে জানা গেছে, রাতে জাতীয় সড়ক ফাঁকা ছিল। এর সুযোগ নিয়ে এই ছয় জন প্রচন্ড গতিতে দিঘার দিকে যাওয়ার সময় একে অপরকে বাইকের ধাক্কায় রাস্তায় ছিটকে পড়ে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, এরা প্রত্যেকেই মদ্যপ অবস্থায় ছিল। এদের কারোর মাথায় হেলমেট ছিল না। নন্দকুমার থানার ওসি অমিয় ঘোষ জানিয়েছেন, বুধবার রাত্রি আড়াইটা নাগাদ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে। তিনি জানিয়েছেন, দুটি বাইকে ছয় জন আরোহী ছিল। এদের মধ্যে তিনজন মোহিত সিং (১৭), আকাশ খাঁড়া (১৭) ও বিপ্লব বিশ্বাসের(২২)মৃত্যু হয়েছে। ওসি অমিয় ঘোষ আরও বলেন, দুর্ঘটনার কবলে পড়া ছয় জনের অবস্থা আশংকাজনক ছিল। তাদের উদ্ধার করে তমলুক জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই তিনজনকে মৃত বলে ঘোষণা করেন চিকিৎসকেরা। বলেন, এদের প্রত্যেকের বাড়ি হাওড়ার ডোমজুড়ে। স্থানীয়দের মতে ছয় জন মদ্যপ ছিল। তবে এদের কারোর মাথার হেলমেট ছিলনা বলে জানিয়েছেন নন্দকুমার থানার ওসি। তমলুক জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এই দলের এক সদস্য কুফেন্দু সিং জানিয়েছে, তারা দিঘা যাবে বলেই রাতে ঘর থেকে মোটরবাইকে চড়ে যাচ্ছিল। রাস্তায় দুটি বাইকের সংঘর্ষের জেরে এই দুর্ঘটনা ঘটে যায়। তারা সকলে মদ্যপ ছিল কিনা বলতে চায়নি ওই কিশোর। তবে এই ঘটনা আরও একবার কিশোর ও সদ্য যৌবনে পা দেওয়া যুবকদের মধ্যে একটা আত্তাভেঞ্জার করার প্রবণতা আরও একবার সামনে এনে দিল। মন্দারমণির সীবিচে নিজেদের মধ্যে মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি রেসিং-এর কাণ্ড ভুলতে বসার মুখে এবার রাস্তায় এই ধরণের ঘটনা সামনে আসায় মানুষের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

কেশপুরে পথ দুর্ঘটনায় মৃত লরির চালক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কেশপুর ঃ পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল এক লরির চালকের। ঘটনাটি ঘটেছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কেশপুরের আনন্দপুর থানার আটমাইলে। বুধবার রাত ১১ টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, লরিটি খুব জোরেই আসছিল এবং একটি বাইক যাচ্ছিল, সেই বাইক আরোহীটিকে বাঁচাতে গিয়ে লরিটি নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে পাশের ধানজমিতে উল্টে যায়। লরিটি চন্দ্রকোণা টাউন কেশপুরের দিকে যাচ্ছিল। সেই সময় ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় লরির চালকের। খালাসি গাড়ি থেকে কাঁপ দিয়ে নেমে পালিয়ে যায় বলেই অনুমান পুলিশের। বাইক আরোহীও পলাতক। ঘটনাস্থলে আনন্দপুর থানার পুলিশ পৌঁছায় এবং ক্রেনকে খবর দেওয়া হয়। অবশেষে রাত ১২ টা নাগাদ দুটি ক্রেন এসে পৌঁছায়, ক্রেনের সাহায্যে লরিটি সরানো হয় এবং মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠান হয়।

শুরু সিবিএসই-র ফুটবল প্রতিযোগিতা

নিজস্ব সংবাদদাতা, হলদিয়া ঃ হলদিয়া সেন্ট জেভিয়ার্সে শুরু হল ইস্টারস্কুল সিবিএসই ক্লাস্টার ২-এর ফুটবল প্রতিযোগিতা। গোটা দেশের মোট ৪৫টি স্কুল এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। প্রধানত বাংলা, ওড়িষা এবং ছত্তিশগড়ের স্কুলগুলি এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছে। গোটা টুর্নামেন্ট পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল। বৃহস্পতিবার, ৭ সেপ্টেম্বর থেকে এই প্রতিযোগিতা চলবে ১০ তারিখ পর্যন্ত। টুর্নামেন্ট পরিচালন কমিটির অন্যতম সদস্য গল মাসি বলেন, 'হলদিয়ায় মোট ৮১০ জন ফুটবলার আসছেন। প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে ম্যাচ শুরু হবে। দিনে গড়ে ১২টি করে ম্যাচের খেলা হবে। টুর্নামেন্টের বিজয়ী দল সরাসরি জেনাল এবং ন্যাশানাল রাউন্ডে অংশগ্রহণ করবে। তিনি আরও জানান, এই টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করেন পূর্ব মেদিনীপুরের জেলাশাসক রশ্মি কমল। তাঁর আসা, এমন টুর্নামেন্ট শিল্পশহর হলদিয়ায় খেলার মানউন্নয়ন ঘটাবে।

পাঁশকুড়া পৌরসভা কাণ্ডের পরেই ওসি পুলিশলাইনে, নতুন জল্পনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, তমলুক ঃ পাঁশকুড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান পদ নিয়ে তৃণমূলের গোষ্ঠী কোন্দলের রেশ ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই পাঁশকুড়া থানার ওসি মদনমোহন রায়কে পুলিশলাইনে পাঠালো প্রশাসন। ফলে নতুন করে জল্পনা তৈরি হয়েছে। যদিও জেলা পুলিশ প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, এটা রুটিন বদল। এর সাথে অন্য কোনও কিছুর সম্পর্ক নেই। তবুও ঘটনাটিকে ঘিরে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে এলাকায়। প্রসঙ্গত, বুধবার পাঁশকুড়া পৌরসভার চেয়ারম্যান নির্বাচন ছিল। তৃণমূলের কেন্দ্রীয় স্তরের নেতৃত্বের ঠিক করে দেওয়া চেয়ারম্যান প্রার্থী তথা বিদায়ী পৌরপ্রধান নন্দ মিশ্রের বিরুদ্ধে লড়াই করেন তৃণমূলের অপর কাউন্সিলার আনিসুর রহমান। ১০-৮ ভোটে জয়ী হন আনিসুরবাবু। উল্লেখ্য, পাঁশকুড়া পৌরসভার ১৮টি আসনের মধ্যে ১৭টি আসনে তৃণমূল ও একটি আসনে বিজেপি প্রার্থী জয়ী হয়েছিল। তারপরেই পাঁশকুড়ার নবনির্বাচিত পৌরপ্রধান আনিসুর রহমানকে আগামী ছয় বছরের জন্য দল থেকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেন তৃণমূল নেতৃত্ব। এরপর রাত পোহাতেই বৃহস্পতিবার পাঁশকুড়া থানার ওসি মদনমোহন রায়কে তমলুক জেলা পুলিশলাইনে নেওয়ায় পার্থ বিশ্বাসকে মহিষাদল থানার ওসির দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের একটা সূত্রের দাবি, জেলা পুলিশ সুপার পদেও খুব শীঘ্রই বদল আসতে চলেছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার বর্তমান পুলিশ সুপার আলোক রাজোরিয়াকে সরিয়ে এই পদে আসতে পারেন জেলার প্রাক্তন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (হলদিয়া) অমিতাভ মাইতি। এছাড়াও শোনা যাচ্ছে যের এই জেলার পুলিশ সুপার হয়ে আসতে পারেন সুকেশ জৈন। প্রসঙ্গত, আলোক রাজোরিয়ার আগে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার পুলিশ সুপার ছিলেন সুকেশ জৈন।

শব্দদূষণ রোধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে ডেপুটেশন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁথি ঃ আসন্ন শারদীয়া উৎসবে দুর্গাপুজো, কালীপুজো, মহরম তথা হিন্দু ও মুসলিমদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে শব্দবিধি যাতে মানা হয় তা সুনিশ্চিত করার দাবিতে বৃহস্পতিবার কাঁথি থানা ও অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপারের কাছে ডেপুটেশন দিল কাঁথির ১৩টি সংগঠন। সংগঠনগুলির অন্যতম কাঁথি হাউস ওনার্স এ্যাসোসিয়েশন, কাঁথি লায়ন্স ক্লাব, ইন্ডিয়ান রেডক্রশ সোসাইটির কাঁথি শাখা, কাঁথি ক্রেতা সুরক্ষা সমিতি, কাঁথি চরীণ সংঘ প্রমুখ। এদিনের কর্মসূচীতে নেতৃত্ব দেন কাঁথি প্রভাতকুমার কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ড. কাঙালচন্দ্র দাস, কাঁথি পৌরসভার প্রাক্তন কাউন্সিলর জগদীশ দিন্ডা, সুকমল মাইতি, কৌস্তভকান্তি মাইতি, জগদীশ ঘোড়াই প্রমুখ। কাঁথি শহরের এই বিশিষ্ট মানুষজন বলেন, উৎসব পালনের নামে যেভাবে কাঁথি শহর জুড়ে শব্দ তাণ্ডব চলে তার জেরে বিগত কয়েক দশক ধরে এখানকার অধিবাসীরা অতিষ্ঠ।

তাঁরা বলেন, উৎসবের আগে ও পরে শব্দ যন্ত্রণায় বহু মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েন। এর থেকে রক্ষা পেতে পুলিশ প্রশাসন যাতে আসন্ন উৎসব মরশুমে পুজো ও মহরম আয়োজকদের কড়া হাতে শব্দবিধি মানতে প্রশাসন ব্যবস্থা গ্রহণ করে তার আবেদন জানানো হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুর জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিৎ বসু ও কাঁথি থানার আইসি তাপস পাল ডেপুটেশনকারীদের সরকারের নিয়ম মেনে যাতে উৎসবের দিনগুলিতে মাইক বাজে তার ব্যবস্থা করার আশ্বাস দিয়েছেন।